সংবাদ

তারিখ 25 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

জালিয়াতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁসে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ফের ভর্তি পরীক্ষায় সম্পৃক্ত

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভায় ৫ বছরের জন্য শাস্তি পাওয়া কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদকে আবারও ভর্তি পরীক্ষায় সম্পৃক্ত করার ঘটনা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ফলে রোববার থেকে শুরু হতে যাওয়া ভর্তি পরীক্ষায় আবারও বড় ধরনের অঘটনের আশঙ্কা করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। শুধু তাই নয়, শাস্তি হওয়া ওই কর্মকর্তা এখন বর্তমান উপাচার্যের পিএ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্তের কপি সংবাদ প্রতিনিধির কাছে এসেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সেমিনার সহকারী হিসেবে আবুল কালাম আজাদ ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে সরাসরি জড়িত ছিল। শুধু তাই নয়, ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে আর্থিক সুবিধা গ্রহণসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ছিলেন। এছাড়াও ওই বছরে ভর্তি পরীক্ষায় নিজের এক স্বজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে ওই ফাঁস করা প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখানো হয়েছিল। ঘটনাটি জানাজানি হলে সে সময় তোলপাড় শুরু হয়। তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড, একে এম নুরুন্নবী তদন্ত কমিটি গঠন করে দেন। তদন্ত কমিটি তদন্ত করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে সেমিনার সহকারী আবুল কালাম আজাদকে দোষী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, আবুল কালামের সেই স্বজন পরীক্ষার সময় ধরা পড়লে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কার মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওয়া গেছে জানতে চাইলে সেই পরীক্ষার্থী আবুল কালাম আজাদের নাম প্রকাশ করে দেয়। পরে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ২০১৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭তম সিন্ডিকেট সভায় সর্বসম্মতভাবে রেজুলেশন পাস করা হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়, তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন ভর্তির ব্যাপারে আর্থিক লেনদেন একটি গর্হিত অপরাধ। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ

পরীক্ষায় : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

পরীক্ষায় : সম্পৃক্ত

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হয়। এ ধরনের শৃঙ্খলা ও নৈতিকতাবিরোধী কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে আবুল কালাম আজাদকে ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হলে সিন্ডিকেট অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে চূড়ান্ত সতর্কীকরণ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে আগামী ৫ বছর অভিযুক্ত আবুল কালাম আজাদের ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা এবং ভবিষ্যতে এর বকেয়া পরিশোধ না করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও অভিযুক্ত আবুল কালাম আজাদের পদোন্নতি ও আপগ্রেডেশন দেয়া হবে না বলেও সিদ্ধান্ত নেয় সিন্ডিকেট। এছাড়াও তাকে আর কখনোই পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন দায়িত্বে সম্পৃক্ত না করার সিদ্ধান্ত নেয় সিন্ডিকেট।

এ ঘটনার পর ওই কর্মকর্তা কিছুদিন চুপসে থাকার পর আগের উপাচার্য অধ্যাপক নুর উন নবীর ৪ বছরের মেয়াদ শেষ হয়ার পর বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমুল্লা দায়িত্ব নেয়ার পর একটি বিশেষ মহলের মাধ্যমে তাকে ম্যানেজ করে উপাচার্যের পিএ'র মতো গুরুত্বপূর্ণ পদটি হাতিয়ে নেন। বর্তমানে তিনি দাপটের সাথে এই দায়িত্ব পালন করছেন। অথচ সিন্ডিকেট সভায় তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার পর গত ২ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় তাকে কোন ধরনের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু এবার ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা যা আগামী ২৬ নভেম্বর রোববার থেকে শুরু হতে যাচ্ছে সেখানে উপাচার্যের পিএ হিসেবে ভর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন ওরিয়েনটেশন কোর্সসহ ভর্তি পরীক্ষার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে বলে শিক্ষক শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তারা অভিযোগ করেন। এছাড়াও প্রশ্নপত্র তৈরির করার পর তা সংরক্ষণে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা যাবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, উপাচার্যের পিএ হিসেবে আবুল কালাম আজাদ সার্বক্ষণিক উপাচার্যের সাথে থাকেন আর উপাচার্য নিজেই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের প্রধান ফলে ওই অনুষদের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করার পর তার মাধ্যমে থাকার কথা। কিন্তু যেখানে সকল ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম থেকে তাকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট সেই শাস্তি এখনও চলমান এমনই অবস্থায় ভর্তি পরীক্ষায় কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে এমন প্রশ্ন শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের।

এ ব্যাপারে সরকার সমর্থিত শিক্ষকদের সংগঠন নীল দলের সভাপতি আপেল মাহমুদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ভর্তি পরীক্ষায় কোন বিতর্কিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ ঘটনার মতো অপকর্ম করার বিষয়ে অভিযুক্ত কাউকেই এ ধরনের দায়িত্বে দেয়া সমীচীন হবে না। অন্যদিকে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কিভাবে উপাচার্যের পিএ হিসেবে নিয়োগ পান তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। তাকে সেখান থেকে না সরালে আরও বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে বলেও আশঙ্কা করেছেন বেশ কয়েকজন শিক্ষক।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. তুহিন ওয়াদুদ জানান, এ ধরনের কর্মকাণ্ডে অভিযুক্তদের নিয়োজিত করা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। যাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে তার শাস্তি চলাকালীন এ ধরনের কাজে জড়িত করা মানে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তুলবে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধ না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বলে কিছুই থাকবে না বলে তিনি জানান।

সার্বিক বিষয়ে জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহর মোবাইলে কয়েকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।